শ্রীশ্রীরাধাবিনোদৌ বিজয়েতাম্

শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্যে

# শ্রীশ্রীনামসুধাকর

বিষ্ণোর্নামৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদিস্থানভোগাদ্বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্ব-ভক্তিম্।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহ মৃতিজনন-ভ্রান্তিবীজঞ্চ দগ্ধ্বা।
সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্॥

পদ্যাবলী—২৪


শ্রীআনন্দগোপাল ভাগবতনিধি
ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ,
পুরাণরত্ন।

অধ্যাপক—শ্রীগৌরাঙ্গ সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, নবদ্বীপ।

প্রথম প্রকাশ—শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ২০ ভাদ্র, ১৩৮৮

প্রাপ্তিস্থান :—
১। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দির।
শ্রীল কৃষ্ণগোপাল দাসজী মহারাজ
পোঃ—রাধাকুণ্ড, মথুরা ( U. P )

হে গোপলক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা॥

পদ্যাবলী—৩৬

মুদ্রাকর :—শ্রীবংশীধারী কুণ্ডু
কুণ্ডু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
নবদ্বীপ।

॥ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণো জয়তু ॥

## — উপোদ্‌ঘাত —

দুরধিগম আত্মতত্ত্ব জানাবার জন্য অবতরণ করেণ শ্রীভগবান বেদরূপে, যাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলা হয়েছে। "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি" (ভাঃ ৬।১।৪০) সেই বেদ প্রতিপাদন করে-ছেন জীবের ধর্ম অধর্ম এবং অনাদি আবিদ্যামোহিত জীবের শাশ্বত আনন্দলাভের জন্য দেখিয়েছেন নানা প্রকার পথ। যে পথ অবলম্বন করে সেই বেদকর্ত্তা শ্রীভগবানের সেবানন্দ লাভ করে আনন্দী হতে পারে জীব। কিন্তু সব পথে তাঁর সেবানন্দ লাভ হয় না জীবের, এমন কি জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ হতেও মুক্তি পায় না।

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। (গীঃ ৯।২২) সে জন্য বেদস্বরূপ বা বেদকর্ত্তা যদি নিজে বুঝিয়ে না দেন জীবের কল্যাণের পথ, চির ভ্রান্তজীব ঘুরে বেড়ায় ততদিন। কারণ শব্দব্রহ্ম শ্রীভগবানের শাশ্বত বিগ্রহ।

শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শশ্বতী তনূ ॥ ভাঃ ৬।১৬।৫১

শ্রীভগবান যেমন দুর্বোধ্য, ভগবদভিন্ন বেদও তেমন,

শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধম্, ভাঃ ১১।২১।৩৬

সে জন্য শ্রীবেদব্যাস কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন রূপে অবতীর্ণ হলেন স্বয়ং নারায়ণ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্। (বিপু) অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানব গণের কল্যাণের নিমিত্ত একমাত্র বেদকে বিভাগ করলেন চার ভাগে, সেই বেদের দুর্বোধ্য অর্থ

প্রকাশ করলেন পঞ্চম বেদস্বরূপ পুরাণ সমূহে।

বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ। (স্কঃ পুঃ) পুরাণ সমূহের মধ্যেও শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, মহাভারতের অর্থ বিনির্ণায়ক, ব্রহ্মগায়ত্রীর বিস্তৃত ভাষ্য, ঋগাদি চার বেদের অর্থ সহজ সুন্দর ভাবে বর্ণিত. সেই পুরাণ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণ প্রতিপাদন করেছেন কলিযুগের একমাত্র সাধ্য ও সাধন, প্রেমসম্পুটিত, অখিল সম্প্রদায় আচার্যবৃন্দের জীবাতু শ্রী শ্রীনাম।

শব্দব্রহ্ম চার প্রকার অভিব্যক্তির দ্বারা বিভক্ত—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী। পরা নাদ প্রাণের সহিত প্রথমে মূলাধারে উদয় ক'রে তাকে বলা হয় 'পরা'। সেই পরা শব্দই যখন নাভি ও হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রকাশ পায় তখন তাকে বলা হয় "পশ্যন্তি" ও "মধ্যমা"। মধ্যমা কণ্ঠ বক্ত্রাদি স্থান পেয়ে স্বর বর্ণাদি "বৈখরী" নাম প্রাপ্ত হয়। এই বৈখরীই একমাত্র মানবের মনোভাব আদান প্রদানরূপ ব্যবহার যোগ্য ভাষা। এ যৎ সামান্য ভাষার দ্বারা শব্দব্রহ্ম বেদকে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, এবং বেদের যে বক্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য নেই এই কলিকালের মানবের; কারণ—মানব যদি স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তাকে দেখতে পায়, আকার-ইঙ্গিত-গমন-চেষ্টা-ভাষণ-কথাবার্ত্তা নয়ন ও মুখ প্রভৃতির অবস্থা

দেখে বুঝতে পারে তাঁর আন্তরিক ভাব, প্রকাশ পায় তাঁর হার্দিক সিদ্ধান্ত।

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন তু।
নেত্রবক্ত্রবিকারাভ্যাং লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ॥ গঃ পুঃ ১।.০৯।৫২
এজন্য আর্যমহানুভববৃন্দ শাস্ত্রের গুরু গম্ভীর অর্থজানার নিমিত্ত ছয় প্রকার তাৎপর্য্য লিঙ্গ বর্ণনা করেছেন।
উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে। বৃহৎ সংহিতা।
উপক্রম উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে এই ছয় প্রকার লিঙ্গ, অর্থাৎ অতি গোপন অর্থ যারদ্বারা সহজ সরলভাবে বুঝা যায় তাকে বলে লিঙ্গ।

১। প্রকরণ প্রতিপাদিত বিষয়বস্তুর আরম্ভে যাকে নিশ্চয় করেছেন, সেই বস্তুকেই যদি সমাপ্তিতে নিশ্চয় করেন তাহলেই (উপক্রম মানে আরম্ভ, উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি) আরম্ভ ও সমাপ্তিতে যার এক বাক্যতা স্থাপিত তাহাই তাৎপর্য্য।

"উপক্রমোপসংহারয়োরেক-বাক্যত্বম্"—শ্রীজীব পাদ।

"প্রকরণ প্রতিপাদ্য স্যার্থস্য তদাদ্যন্তয়োরুপপাদনম্" বেদান্তসারঃ

২। প্রকরণ প্রতিপাদিত বিষয়ের সেই প্রকরণের মধ্যে বার বার কীর্ত্তন করার নাম অভ্যাস।

"প্রকরণ-প্রতিপাদিতস্য বস্তুনস্তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনম্ অভ্যাসঃ"—বেদান্তসার।

অথবা এক শাস্ত্রে এক বাক্যেরই বার বার উপদেশ দেওয়া।

৩। প্রকরণ প্রতিপাদিত বিষয়ের অন্য প্রমাণের দ্বারা তাদৃশ প্রতিপাদন করার অভাবকে বলে অপূর্বতা।

"প্রকরণ প্রতিপাদিতস্য বস্তুনঃ প্রমাণান্তরেণ—
বিষয়ীকরণাভাবঃ" (বেঃ সাঃ)

৪। প্রকরণ প্রতিপাদিত যে বিষয় তার জ্ঞানের অথবা তার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ, তাহাই ফল।

"প্রকরণ-প্রতিপাদিতস্য তদ্ জ্ঞানস্য অনুষ্ঠানস্য বা
তত্র তত্র শ্রূয়মানং প্রয়োজনম্" (বেঃ সাঃ)

৫। প্রকরণ প্রতিপাদিত বিষয়ের শাস্ত্রমধ্যে সেই সেই স্থানে প্রশংসার নাম অর্থবাদ।

"প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রসংশনমর্থবাদঃ। (বেঃ সাঃ)

৬। প্রকরণ প্রতিপাদিত বিষয়ের অর্থ সাধনে যথাস্থানে শ্রূয়মান যুক্তির নাম উৎপত্তি।

"প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্যার্থ সাধনে তত্র তত্র শ্রূয়মানা যুক্তিঃ"॥

এরপর বিচার করে দেখতে হবে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় কি?

অথবা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সেই প্রমাণ-চক্রবর্ত্তী মহাপুরাণের মধ্যে অশেষ বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন কোন পদার্থকে।

কোন্ বস্তুকে ষড়্বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গের দ্বারা প্রতিপাদন করেছেন এই শ্রীব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে।

# শ্রীশ্রীনামসুধাকর

প্রথমতঃ দেখা যায়—অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন কলিহত জীবের জন্যই প্রকট হয়েছেন সূর্য্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত।

"কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।" ভাঃ ১।৩।৪৪ কলিকালের নষ্টচক্ষু অর্থাৎ ধর্ম্ম ও জ্ঞানহীন জীবের জন্য যদি এই মহাপুরাণের আবির্ভাব হয়, তবে প্রতিপাদন করবেন কলিযুগের ধর্মকেই। বিশেষতঃ কলিযুগে একমাত্র শ্রীভগবানের নামই সাধ্য ও সাধন, তা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস এবং মহদনুভব প্রসিদ্ধ। ( ভাঃ ২।১।১১ )

দ্বিতীয়তঃ—এই অকৃত্রিম ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত যদি কলিযুগীয় জীবের হিতের জন্যই প্রকট হয়েছেন তবে কলিযুগের সাধ্য-সাধন শ্রীনামকেই ষড়্বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গের দ্বারা অবশ্যই প্রতিপাদন করবেন। বিশেষতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতকে "নাম পুরাণ" বলা হয়েছে।

"ইদং ভাগবতং নামপুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। ভাঃ ১।৩।৪০

নামপুরাণং নামপ্রধান-পুরাণমিদমিত্যর্থ:,

সর্ব্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নাম মাহাত্ম্য-প্রতিপাদনাৎ।

হঃ ভঃ বিঃ ১১০।৩৯৭ টীকা।

নামপুরাণ—অর্থাৎ এই শ্রীভাগবত শ্রীনামপ্রধান পুরাণ, কারণ—সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ যেভাবে ষড়্বিধ তাৎপর্য্য-

লিঙ্গের দ্বারা শ্রীশ্রীনামপ্রভুকে প্রতিপাদিত করেছেন তা' ক্রমপূর্ব্বক আলোচিত হচ্ছেন।

## ১। "উপক্রমোপসংহারৌ"

উপক্রম :—

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্ বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ ১।১।১৪

মানব ঘোর সংসৃতি প্রাপ্ত হলেও যাঁর শ্রীনাম বিবশ হয়েও গ্রহণ করলে সেই ভগবদ্ বিস্মৃতিকারী সংসার হতে সদ্য তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হয়, যেহেতু শ্রীগোবিন্দকে নিজে ভয়ও-মৃত্যুও ভয় করে।

উপসংহার :—

নাম-সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ ১২।১৩।২১

যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের-নাম সঙ্কীর্ত্তন সমস্ত পাপ প্রকৃষ্টরূপে নাশ করে, যাঁকে প্রণাম করলেই অবসান হয় সকল দুঃখ। সেই পরাৎপর শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

উপক্রমে—"আপন্নঃ" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করার ইচ্ছায় শ্রীশৌনকাদি ঋষিবৃন্দের প্রশ্ন।

দ্বিতীয়ে—"নামসঙ্কীর্ত্তনং" শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের মহা উপসংহারে শ্রীসূতদেবের প্রার্থনা।

প্রথমে—ঘোর সংসার ও ভয়ের কথা।

দ্বিতীয়ে—সর্ব্ব পাপ এবং দুঃখের কথা।

মহাপাপ হতেই নানাপ্রকার দুর্বাসনার উদয় হয় জীবের

হৃদয়ে, তাতেই আসক্তি হয় ঘোর সংসারে, সংসারে অভি-নিবেশ হতেই ভয় ও দুঃখের প্রাদুর্ভাব হয়, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বস্তুতে অভিনিবেশের দ্বারা জীবের হৃদয়ে নেমে আসে ভয়।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" ভাঃ ১১।২।৩৭

যাঁর নাম গ্রহণ করলেই এই ঘোর সংসার ভয় ও দুঃখ সমূলে বিনাশ হয় সেই শ্রীহরিকে প্রণাম।

আলোচনাদ্বারা কলিকালে মহা অন্ধকারাচ্ছন্ন জীব হৃদয়ে দিনমণি সদৃশ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের আরম্ভে এবং সমাপ্তিতে শ্রীনাম প্রভুকেই প্রতিপাদন করেছেন উপক্রমোপ-সংহার দ্বারা।

## ২। অভ্যাসঃ

তদ্ বাগ্ বিসর্গো জনতাঘ-বিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥ ১।৫।১১

দেবর্ষি শ্রীনারদ বেদব্যাসকে বললেন—হে পারাশর্য্য! পদ-চাতুর্য্য রহিত হলেও, শব্দাদি ব্যবধান দ্বারাও অনন্ত কল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীগোবিন্দের নামাবলি যুক্ত শ্লোক নিবন্ধাদি রচিত হয়, যদি পদলালিত্য শ্রুতি মধুরাদি গুণ নাও থাকে তথাপি শ্রীনামের মহিমাদ্বারা মানবের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণনামাবলী সাধু মহৎগণ পরস্পর

বক্তা থাকলে শ্রবণ করেন, সমবেতভাবে বা একাকী গান করেন, যদি শ্রোতা থাকেন তবে কীর্ত্তন করেন।

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ॥ ১।৬।২৭

দেবর্ষি শ্রীনারদ নিজ পূর্ব্ব-জন্ম বৃত্তান্ত কথনে শ্রীব্যাস-দেবকে বললেন—হে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! আকাশ বাণী শোনার পর অদৃষ্ট শ্রীগোবিন্দকে নমস্কার করে তাঁর সর্বমঙ্গলপ্রদ শ্রীনামসমূহ কীর্ত্তন ও স্মরণ করে পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে মদরহিত বিমৎসর এবং আশাশূন্য হলাম।

কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য
মহত্তমৈকান্ত-পরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো
মহদ্গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ॥ ১।১৮।১৯

শৌনকাদি ঋষিবৃন্দকে শ্রীসূতদেব বললেন—হে ঋষিবৃন্দ অনন্তশক্তি পারাবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের সেবাদ্বারা যদি দুষ্কুলতা নাশ হয়, তবে যাঁরা তাঁর শ্রীনাম নিজে কীর্ত্তন করেন তাঁদের কিপ্রকারে দুষ্কুলতা থাকতে পারে। পরম কল্যাণপ্রদ অনন্তগুণাবলী থাকার জন্য বেদ যাঁকে অনন্ত বলে কীর্ত্তন করেন সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম যাঁরা গ্রহণ করেন দুর্জ্জাতিত্বাদি দোষ তাঁদের কোথায়?

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ ! নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ২।১।১১

রসিকাচার্য্য শিরোমণি শ্রীশুকদেব মহাভাগবত রাজা শ্রীপরীক্ষিতকে বললেন—হে রাজন্ ! সিদ্ধ, সাধক ও প্রবর্ত্তক মানবগণের শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হ'তে আর কোন শ্রেয় পথ নেই, বিশেষতঃ বিষয়কামীর কামনা পূর্ত্তির জন্য, মুমুক্ষুগণের মোক্ষ সাধনার ফল এবং জ্ঞানীবৃন্দের জ্ঞান সাধনার একমাত্র ফল শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই নির্ণয় করা হয়েছে, এ'বিষয়ে কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই ।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২।৩।২৪

শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণেচ্ছু শ্রীশৌনক শ্রীসূতদেবকে জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বললেন—অহো ! মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করলেও যাঁর লোচনে জল, গাত্রে লোমহর্ষাদি সাত্ত্বিক বিকার না হয় তার হৃদয় পাথরের সার অংশ দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে ।

যস্যাবতার গুণকর্ম্ম বিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি ।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ৩।৯।১৫

শ্রীভগবানকে দর্শন করার পর পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা প্রভুকে বললেন—যাঁর গুণকর্মবাচক ভক্তবৎসল গিরিধারী প্রভৃতি নাম সমূহ, যারা প্রাণত্যাগকালে বিবশ হয়েও উচ্চারণ করে তারা অনেক জন্মার্জিত পাপ হতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে সত্য-স্বরূপ আপনাকেই প্রাপ্ত হয়, আমি আপনার শরণ গ্রহণ করি।

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নাম-সঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে ।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ৩।২৯।১৮

ভগবান শ্রীকপিলদেব আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বর্ণন প্রসঙ্গে মা দেবহুতিকে বললেন—সাধক অহঙ্কার ছেড়ে কুটিলতা রহিত হয়ে আচার্য্য সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয় শ্রবণ এবং শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা ত্রিগুণাতীত হয়ে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্তনাৎ
যৎ প্রহ্বণাৎ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৩।৩৩।৬

মাতা দেবহুতি ভগবান শ্রীকপিলদেবকে বললেন—হে ভগবন্! শ্রীভগবানের শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি কখনও একবার করলেই কুকুরভোজী চণ্ডালও সোমযাগকারী ব্রাহ্মণতুল্য পূজ্য হয়েন, অতঃ তাঁর দর্শনের যে কি ফল তা' কে বলতে পারে।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মা নূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৩।৩৩।৭

মা দেবহুতি আবার বললেন—আশ্চর্য্য! যাঁর জিহ্বায় আপনার শ্রীনাম বর্তমান আছেন, তিনি শ্বপচ হলেও পূজ্য। এবং যাঁদের জিহ্বায় আপনার শ্রীনাম গৃহীত হয়েন তাঁরা আর্য্য, বেদাধ্যয়নাদি সকল সৎকার্য্য তাঁরা সম্পাদন করেছেন।

স প্রসীদত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং
দর্শনং তে পরিভ্রষ্ট-সৎকর্ম্মণাম্।
কীর্ত্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে
যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ ॥ ৪।৭।৪৭

দক্ষ যজ্ঞে আবির্ভূত শ্রীভগবানকে ব্রাহ্মণগণ স্তুতি করছেন হে যজ্ঞেশ! আপনাকে দর্শনেচ্ছু যে আমরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, যেহেতু আমরা সৎকর্ম হতে পরিভ্রষ্ট হয়েছি সে জন্য আমাদের যজ্ঞও উদ্ধার করুন, কেননা—আপনার শ্রীনাম কীর্ত্তন করলেই যজ্ঞের বিঘ্ন সমুদায় ক্ষয় হয়ে যায়, অতএব আপনাকে নমস্কার।

উত্তানপাদ ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা
দেবঃ ক্ষিণোত্ববনতার্ত্তি হরো বিপক্ষান্।
যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য বাদ্ধা
লোকোঽঞ্জসা তরতি দুস্তরমঙ্গ! মৃত্যুম্ ॥ ৪।১০।৩০

যক্ষগণ ধ্রুবের প্রতি আসুরী মায়া বিস্তার করলে মুনিগণ ধ্রুবকে প্রশংসা করে বললেন—হে অঙ্গ! ভক্তপালক ভগবান

শার্ঙ্গধারী আপনার শত্রুগণকে ক্ষয় করুন, যেহেতু তাঁহার শ্রীনাম গ্রহণ অথবা শ্রবণ করে মানব সুখপূর্বক দুস্তর মৃত্যুকেও জয় করে।

বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায় কিঙ্করা-
বভ্যুত্থিতঃ সাধ্বস-বিস্মৃত-ক্রমঃ।
ননাম নামানি গৃণন্ মধুদ্বিষঃ
পার্ষৎ প্রধানাবিতি সংহতাঞ্জলিঃ॥ ৪।১২।২১

পরম ভক্ত শ্রীধ্রুব সমাগত শ্রীবিষ্ণু পার্ষদ দ্বয়কে দেখে আনন্দে পূজাবিধি বিস্মৃত হয়ে কেবল মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী উচ্চারণ করে নমস্কার করলেন।

নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য
পুংসাং তদঙ্ঘ্রি রজসা জিতষড়্গুণানাম্।
চিত্রং বিদূর-বিগতঃ সকৃদাদদীত
যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্॥ ৫।১।৩৫

শ্রীপ্রিয়ব্রত মহারাজের চরিত্র বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম মধু আস্বাদী মহৎ-গণের এ'আর আশ্চর্য্য কি? যাঁর শ্রীনাম একবার উচ্চারণ করলেই চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়।

অথ কথঞ্চিৎ স্খলন ক্ষুৎ পতন জৃম্ভন-
দুরবস্থানাদিষু বিবশানাং নঃ স্মরণায় জ্বর মরণ
দশায়ামপি সকল কশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃত-
নাম ধেয়ানি বচন গোচরাণি ভবন্তু॥ ৫।৩।১২

মহারাজ নাভির পুত্রেষ্টি যজ্ঞে শ্রীনারায়ণ আর্বিভূর্ত হলে ঋত্বিগ্‌গণ স্তব করছেন—হে দেব! আমরা দর্শনদ্বারাই কৃতার্থ হয়ে একটি বর প্রার্থনা করি—স্খলনাদি দ্বারা আপনার স্মরণ বিহীন যে আমরা, আমাদের জরা, মরণ সময়েও সকল কল্মশনাশকারী শ্রীনাম বাণী দ্বারা গ্রহণ হউন!

যস্য হ বাব ক্ষুৎ পতন প্রস্খলনাদিষু বিবশঃ
সকৃন্নামাভিগৃণন্ পুরুষঃ কর্মবন্ধনমঞ্জসা
বিধুনোতি যস্য হৈব প্রতিবাধনং মুমুক্ষবো-
ঽন্যথৈবোপলভন্তে॥ ৫।২৪।২০

যাঁহার শ্রীনাম ক্ষুৎ-পিপাসাদি অবস্থায় বিবশ হয়ে একবার গ্রহণ করলেই মানব সত্বর কর্মবন্ধন সমূলে নাশ করে, যে বন্ধন নাশের জন্য মুমুক্ষুগণ যোগাদিদ্বারা কেবল ক্লেশই অনুভব করেন।

অয়ং হি কৃত নির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়ণং হরেঃ॥ ৬।২।৭

শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বললেন—হে যমদূতগণ! এ'অজামিল একজন্মের নয় কোটি জন্মের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, কেবল প্রায়শ্চিত্ত কেন মোক্ষ প্রাপ্তির সাধনও করেছে কারণ—বিবশ হয়েও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করেছে।

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নাম ব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্ বিষয়ামতিঃ॥ ৬।২।১০

সর্বপাপযুক্ত পাপীগণের শ্রীনাম গ্রহণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত যেহেতু শ্রীনাম উচ্চারণকারী পুরুষের প্রতি শ্রীভগবানের মদীয়তা বুদ্ধি হয়।

যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈঃ। ৬।২।১১

শ্রীবিষ্ণুদূতগণ আবার বললেন—মনু প্রভৃতি বেদজ্ঞগণের কথিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপী সে প্রকার পবিত্র হয় না যেমন শ্রীগোবিন্দের শ্রীনাম-মাত্র উচ্চারণ করলে পবিত্র হয়।

যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥ ৬।২।১৩

এ'অজামিলকে তোমরা যমালয়ে নিওনা কারণ 'এ' মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েও সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হতে শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করেছে।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ৬।২।১৪

বেদ বলেন শ্রীভগবানের নাম সঙ্কেত বা পরিহাস যে কোন প্রকারে গ্রহণ করা হোক না কেন, তিনি অশেষ পাপ হরণ করেন।

অজ্ঞানদথবাজ্ঞানাদুত্তমশ্লোক নাম যৎ ॥ ৬।২।১৮

উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির নাম জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানেই কীর্তন করা হোক, অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি ভস্ম করে পাপরাশিকে শ্রীনামও সেভাবে ভস্ম করে।

বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি। ৬।২।৩৩

অজামিল মৃত্যুপাশ হতে মুক্ত হয়ে বললেন— আমার পূর্ব জন্মে নিশ্চয়ই কোন পুণ্য ছিল অন্যথা আমার মত অশুচি

বেশ্যাপতির জিহ্বা কি শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নাম গ্রহণে সমর্থ হ'ত।

ক্ব চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ।
ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ ভগবন্নাম মঙ্গলম্॥ ৬।২।৩৪

অজামিল আরো বললেন—কপটী-মহাপাপী-ব্রাহ্মণত্ব নাশকারী নির্লজ্জ আমি কোথায় এবং মৃত্যুপাশ ছেদনকারী সর্ব্ব-মঙ্গলপ্রদ শ্রীভগবানের "নারায়ণ" এই শ্রীনাম কোথায়? এ'জন্য আমি এই মঙ্গলময় শ্রীনামই কীর্ত্তন করে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করব।

সদ্যোবিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্নন্॥ ৬।২।৪৫

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন—হে রাজন্! দাসীপতি অজামিল সকল ধর্মবর্জিত হয়ে মৃত্যুকালে যমদূতগণদ্বারা ঘোর নরকে নিপাতিত হতে হতে শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করে তৎক্ষণেই মুক্ত হয়ে ছিল.

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ৬।২।৪৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ! মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে পুত্রনামচ্ছলে শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করে অজামিল ভগবদ্ধাম গমন করেছিল, রাজন্! শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে শ্রীনাম গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে গমন করবে এতে আর সন্দেহ কি?

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ॥ ৬।৩।২২

পরম ভাগবত ধর্ম্মরাজ যম নিজদূতগণকে বললেন—হে দূতগণ! মনুষ্যলোকে ভগবানে ভক্তিযোগই পরম ধর্ম্ম বলে কথিত হয়েছে। যার আদিতে শ্রীনাম গ্রহণ।

নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ॥ ৬।৩।২৩

হে পুত্রগণ! শ্রীনাম উচ্চারণের মহিমা দেখ,—অজামিলের মত পাপীও যাঁর মাহাত্ম্যে মৃত্যুপাশ হতে মুক্ত হয়েছে।

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণ-কর্ম নাম্নাম্॥ ৬।৩।২৪

ধর্ম্মরাজ আরো বললেন—মানবের পাপক্ষয়ের জন্য শ্রীনামের সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না, কারণ শ্রীনামাভাস মাত্রেই পাপ নাশ হয়।

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্ গুণ নামধেয়ম্॥ ৬।৩।২৯

যমরাজ দূতগণকে আদেশ দিলেন—যে মানবের জিহ্বা শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নাম গ্রহণ না করে, যাদের চিত্ত তাঁর চরণারবিন্দ স্মরণ করে না, যার মস্তক "কৃষ্ণায় নমঃ" বলে প্রণাম করে না সেই বিষ্ণুকৃত্য বর্জিত মানবগণকে তোমরা যমালয়ে নিয়ে এসো।

রক্ষত্বশেষ-কৃচ্ছ্রেভ্যো বিষ্বক্‌সেন স্বনামভিঃ। ৬।৮।২৯

শ্রীনারায়ণ-বর্ম কথনে বিশ্বরূপ বললেন—ভগবান বিষ্বক্‌-সেন শ্রীনামদ্বারা অশেষ কষ্ট হতে রক্ষা করুন।

সর্ব্বাপদ্‌ভ্যো হরের্নামরূপ-যানায়ুধানি চ॥ ৬।৮।৩০

শ্রীবিশ্বরূপ বললেন - শ্রীহরির নাম রূপ যান অসনাদি

সমস্ত আপদ্ হতে রক্ষা করেন।

নহি ভগবন্নঘটিতমিদং
তদ্দর্শনান্নৃণামখিল-পাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ
পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥ ৬।১৬।৪৪

মহারাজ চিত্রকেতু কারণার্ণবশায়ী মহাসঙ্কর্ষণকে দর্শন করে স্তব করছেন—হে ভগবন্! আপনার দর্শনে মানবের অখিল পাপ ক্ষয় হয় এতে আর আশ্চর্য্য কি? যাঁর শ্রীনাম একবার মাত্র শ্রবণ করে চণ্ডালও সংসার বন্ধন হতে বিশেষ-রূপে মুক্তিলাভ করে।

যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুত তীর্থপাদ
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণ-মঙ্গল-নামধেয়।
আপন্নলোকবৃজিনোপশমোদয়াদ্য
শং নঃ কৃধীশ ভগবন্নসি দীননাথঃ॥ ৮।১৭।৮

পয়োব্রতে পরিতুষ্ট শ্রীনারায়ণকে দর্শন করে দেবমাতা অদিতি স্তব করছেন—হে যজ্ঞেশ! আপনার শ্রীনাম শ্রবণ মাত্রই জীবের মঙ্গল হয়, অতএব আপনি দীননাথ আমাদের মঙ্গল করুন।

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশ কালার্হ বস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম সঙ্কীর্ত্তনং তব॥ ৮।২৩।১৬

শুক্রাচার্য্য শ্রীবামনদেবকে বললেন—হে যজ্ঞেশ্বর! যজ্ঞের মধ্যে মন্ত্রাদি হতে যে ছিদ্র অর্থাৎ ন্যূনতা তা আপনার

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্রই নিশ্ছিদ্র করে।

অজানতা তে পরমানুভাবং
কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়াণাম্।
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত-
র্মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি ॥ ৯।৪।৬২

সুদর্শনের ভয়ে ভীত দুর্ব্বাসা ঋষি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের প্রতি প্রার্থনা করেন—হে সর্ব্বনিয়ামক! আপনার মহিমা না জেনে আপনার প্রিয় ভক্তের দ্রোহ আচরণ করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। কারণ আপনার শ্রীনাম উচ্চারণ মাত্রই নরকস্থিত প্রাণীও সদ্য মুক্তি লাভ করে।

যন্নাম শ্রুতি মাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৯।৫।১৬

সুদর্শন চক্রের ভয় ত্যাগ করে ঋষি দুর্ব্বাসা মহারাজ অম্বরীষকে বললেন—হে রাজন্! যে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ মাত্রই মানব নির্মল হয় তাঁর সেবকের আবার গুণের কথা কি বলা যায়।

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্তচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্ট চেতা ন ভবায় কল্পতে ॥ ১০।২।৩৭

ব্রহ্মাদি দেবগণ গর্ভগত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রসঙ্গে বললেন—হে দেব! পরমমঙ্গলপ্রদ অখিল মঙ্গলায়ন আপনার শ্রীনাম

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ চিন্তনকারী মানবের আর জন্মাদি দুঃখ থাকেনা,কারণ শ্রীনামই ভক্তি পথের প্রধান সাধন ও সাধ্য।

স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবালগ্রহাশ্চ যে।
সর্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণ-ভীরবঃ॥ ১০।৬।২৯

পূতনা বধান্তে বাৎসল্যভাবময়ী ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষা বন্ধন করে বলছেন—দুঃস্বপ্নাদি ও গ্রহাদি যত কিছু উৎপাত সকল নাশ হোক, যেহেতু তারা শ্রীবিষ্ণুর নাম গ্রহণ করলেই ভীত হয়ে থাকে।

বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে! ১০।৮।১৫,
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ। ১০।২৬।১৮

পুরোহিত শ্রীগর্গাচার্য্য ব্রজরাজ শ্রীনন্দকে বললেন—হে ব্রজেশ্বর! আপনার পুত্রের গুণ-কর্ম্মানুরূপ অনন্ত নাম আছে তা আমি এবং অন্য ঋষিগণও জানে না।

যন্নাম গৃণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদাহি তে॥ ১০।৩৪।১৭

শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শে পবিত্র দেহ সুদর্শন সর্প বললেন—হে দুঃখনাশন! যাঁর নাম গ্রহণ করলেই শ্রোতাগণ ও নিজে বক্তা সদ্য পবিত্র হয় তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শে যে পবিত্র হবে এ'আর বিশেষ কথা কি।

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে—
র্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ১১।২।৩৯

বিদেহরাজ সভায় ভাগবতধর্ম কথন প্রসঙ্গে শ্রীকবি যোগীন্দ্র শ্রীনামকেই ভগবৎ প্রাপ্তির সুগম মার্গ বলে বর্ণনা করেছেন—চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের সকল মঙ্গলযুক্ত শ্রীনাম কীর্ত্তন করে সঙ্গ রহিত বিচরণ করবে।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা। ১১।২।৪০

এইনিয়মে নিজ প্রিয় শ্রীগোবিন্দের শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা লোকাপেক্ষা ত্যাগ করে সাধক নৃত্য করবেন।

কাংশ্চিৎ মামনুধ্যানেন নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ।
যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদাঙ্গুনৈঃ ॥ ১১।২৮।৪০

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! সাধকের অশুভ সকল আমার ধ্যান দ্বারা, শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা অথবা যোগেশ্বরগণের অনুকরণ দ্বারা নাশ করবে।

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্ত-কর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ ১২।৩ ৪৪

কলিযুগ বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! মরণাপন্ন, আর্ত্ত, পতিত, স্খলিত হতে গিয়ে মানব বিবশ হয়েও যাঁর শ্রীনাম গ্রহণ করলে কর্মবন্ধ হতে বিমুক্ত হয়ে উত্তম গতি প্রাপ্ত করে। সাধারণ কলিযুগের প্রজা সেই শ্রীভগবানকে আরাধনা করবে না।

স বাগ্ বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো। ১২।১২।৫১
যস্মিন্ প্রতি শ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥ ১।৫।১১

এ শ্লোকের ব্যাখ্যা ৩য় পৃঃ অভ্যাসের ১মঃ শ্লোক। এ'আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ প্রায় সর্ব্বত্র শ্রীনামেরই অভ্যাস করে কলিযুগের সাধন ও সাধ্য রূপেই শ্রীনামকেই প্রতিপাদন করেছেন।

কলিযুগীয় প্রজার আত্যন্তিক মঙ্গল কামনায় যুক্ত শ্রীবাদ-রায়ণের হৃদয়াকাশে শ্রীনামসুধাকর সকল সংশয়াদি তাপ-নাশ করে উদয় হয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর সমাধিলব্ধ বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে শ্রীনাম প্রভুরই বহুশ অভ্যাস প্রকট হয়েছে। যদিও শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি সমাধিতে দর্শন করেছিলেন।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্॥ ১।৭।৪

তথাপি কলিযুগে শ্রীগোবিন্দচরণ প্রাপ্তির উপায় একমাত্র শ্রীনাম ও নামীকে অভিন্নরূপেই দর্শন করেন। অন্যথা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা কলিযুগের মানবের মঙ্গল সাধন সম্ভব হত না, যেহেতু শ্রীনামই এ'যুগের উপাস্য। (চৈঃচঃ ২।৮।২৫৫)।

## ৩। অপূর্ব্বতা

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতঃ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ৬।২।৪৯

আত্মারাম শিরোমণি ভগবদ্ ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী অজামিল উপাখ্যান সমাপ্তি করে বললেন—হে রাজন্! দুরাচার অজামিল মৃত্যুর কবলে পতিত হয়ে পুত্রের নামে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করে ছিল, সেই নামাভাসেই অজামিল সকল পাপ হতে বিনির্মুক্ত হয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করে। আর যদি শ্রীভগবানের নাম শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে উচ্চারণ করে তাতে যে সর্বপাপ বিনির্মুক্ত হয়ে শ্রীভগবদ্ধাম লাভ করবে তা আর বিচিত্র কি!

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১১।২।৪০

বিদেহরাজ সভায় নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি মহাশয় বললেন—রাজন্! একমাত্র শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সংসার ধর্মাতীত হয়ে প্রেমলক্ষণা তৃতীয়া ভক্তিলাভ করে সাধক শ্রীগোবিন্দকে বশীভূত করে, সে অবস্থায় লোক-নিরপেক্ষ হয়ে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করতে করতে হাস্য রোদন গান নৃত্যাদি অলৌকিক চেষ্টা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে যে শ্রীনামের মহিমা প্রতিপাদন করেছেন তা সত্যই অপূর্ব্ব, অর্থাৎ নামাভাস মাত্রেই দুরাচার অজামিলের ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি। ভাগবদ্ধর্ম আচরণ করে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভুত করা, শ্রীনাম মহিমা এরূপ

আর কোন পুরাণে বর্ণিত হয় নাই। বিশেষতঃ শ্রীব্যাস সমাধি লব্ধ বেদান্তভাষ্যভূত সর্বশাস্ত্র প্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্-ভাগবতের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন শ্রীমদ্ভাগবত মহা-পুরাণের মহা বৈশিষ্ট্য, তেমনই তৎ প্রতিপাদিত ষড়্বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গ দ্বারা সিদ্ধান্তিত শ্রীনাম প্রভুরও মহা বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হয়েছে।

## ৪। ফলম্

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতিক্ষন্ বিমদো বিমৎসরঃ॥ ১।৬।২৭

শ্রীনারদ নিজপূর্বজন্মবৃত্তান্তকথনে শ্রীব্যাসদেবকে বললেন— হে বাদরায়ণ! আকাশ বাণী শ্রবণ করার পর শ্রীগোবিন্দকে নমস্কার করে তাঁর সর্বমঙ্গলপ্রদ শ্রীনাম সমূহ কীর্ত্তন করে লজ্জাদি ত্যাগ করে মদ রহিত হয়ে নির্বৈর পৃথিবী পর্য্যটন করলাম।

শ্রীনাম কীর্ত্তন দ্বারা পরা ভক্তি লাভ করে শ্রীনারদ ভগবানের কৃপায় পার্ষদ তনু লাভ করেন। এ'পার্ষদ শরীর কোন কর্ম্মদ্বারা আরব্ধ নয়, কিন্তু নিত্য এবং শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ। অতএব শ্রীনাম মুক্তকুলের উপাস্য।

এবংব্রত: স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

এ শ্লোকের ব্যাখ্যা অপূর্ব্ব প্রকরণে ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

## ৫। অর্থবাদঃ

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বনাৎ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ ॥ ৩।৩৩।৬

শ্রীকপিলদেবকে মা দেবহুতি বললেন—হে ভগবন্ যাঁর শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদির যে কোনও একটি আচরণ করলেই কুকুরভোজী চণ্ডালও তৎক্ষণেই সবন-যাগকারী ব্রাহ্মণ সমান পূজ্য হয়েন তাঁর দর্শনের যে কি ফল তা বর্ণন করা অসাধ্য।

অহোবত শ্বপচোঽতোগরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানুচূর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৩।৩৩।৭

অহো আশ্চর্য্য! যাঁর জিহ্বায় আপনার শ্রীনাম বিরাজ করেন তিনি শ্বপচ (চণ্ডাল) হলেও ধন্য এবং পূজনীয় যেহেতু আপনার শ্রীনাম যাঁদের জিহ্বায় বর্ত্তমান আছেন তাঁরা জপ, হোম, তপ, দান, ধ্যান, বেদ অধ্যয়নাদি সকল সৎ-

কর্ম্ম সম্পন্ন করেছেন। শ্রীভগবানের নামের মহিমা সর্বশাস্ত্র উদাত্ত স্বরে কীর্ত্তন করেন কারণ—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"শ্রবণ মঙ্গলম্" ॥ ১০।৩১।৯

যে কোন অবস্থায় শ্রীনাম শ্রবণ করলেই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়, শ্রীনাম মহিমা যাঁরা কীর্ত্তন করেন, তাঁরা ভূরিদা অর্থাৎ মহাদানী। অথবা যাঁরা আপনার শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তাঁরা পূর্ব জন্মে দাতাশিরোমণি এবং সুকৃতিশালী, সেই ব্রহ্মাদি সংস্তুত শ্রীনাম মানব কর্তৃক যে কোন প্রকারে গৃহীত হ'লেই শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ প্রদান করেন।

## ৬। উপপত্তিঃ

যন্নামধেয় ॥ ৩।৩৩।৬

"যন্নামধেয় শ্রবণমনুকীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ। (শ্রীস্বামিপাদ) যাঁর শ্রীনাম শ্রীগুরুমুখারবিন্দ হতে শ্রবণ এবং পশ্চাৎ কীর্ত্তন করেন এই হেতু।

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্।

"যস্য জিহ্বাগ্রে তব নাম বর্ত্ততে স শ্বপচোঽপি

অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্।

যদ্ যস্মাদ্ বর্ত্ততে অত ইতি বা। (শ্রীস্বামিপাদ)

হে ভগবন্! যাঁর জিহ্বাগ্রে আপনার শ্রীনাম বর্ত্তমান আছেন তিনি শ্বপচ হলেও পূজনীয় কারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দের নাম গ্রহণ করেন এই হেতু।

যে হেতু তাঁর জিহ্বায় শ্রীনাম বর্ত্তমান সেই হেতু পূজ্য।

"শ্বপচঃ পূজ্যো নামাশ্রয়িত্বাৎ শ্রীনাম্নঃ
সর্ব্ব প্রারব্ধ হরণ সামর্থ্যত্বাৎ।

শ্রীনামগ্রাহী শ্বপচ হলেও পূজনীয় কারণ তিনি শ্রীনামকে অনন্যভাবে আশ্রয় করেছেন, যেহেতু শ্রীনামের দুর্জ্জাতিত্বাদি হরণের যথেষ্ট সামর্থ্য আছে।

এযাবৎ আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল শ্রীমদ্-ভাগবত মহাপুরাণ শ্রীনামকেই ষড়বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গদ্বারা এ'কলিযুগের সাধন ও সাধ্য রূপে সিদ্ধান্তিত করেছেন। সাধনকালে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে সেই শ্রীনামই শ্রীনামী হতে অভিন্নরূপে সাধক হৃদয়ে আস্বাদিত হয়েন।

শ্রীভগবৎ সন্দর্ভঃ॥ ৯৭ অনু: ১০।৮৭।১৪

"তস্মান্নাম নামিনোঃ স্বরূপাভেদেন
তৎ সাক্ষাৎকারে তৎ সাক্ষাৎকার এব।

আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় "জয় জয়" ইত্যাদি বেদস্তুতির ব্যাখ্যায় বলেন—কারণ শ্রীনাম এবং শ্রীনামী স্বরূপতঃ অভেদ হওয়ার জন্য শ্রীনাম সাক্ষাৎকারেই শ্রীনামী সাক্ষাৎকার হয় কোন সন্দেহ নেই।

—*ঃ[{( * )}]ঃ*—